بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#21) www.motaher21.net

لِمَ تَقُولُونَ

এমন কথা কেন বল?

WHY YOU SAY?

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না।

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না।

এখানে সম্বোধন যদিও ব্যাপক, তবুও প্রকৃতপক্ষে সেই মু'মিনদেরকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যাঁরা বলাবলি করছিলেন যে, আমরা যদি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কি জানতে পারি, তাহলে আমরা তা করব। কিন্তু যখন তাদেরকে সেই প্রিয় কাজটা বলে দেওয়া হল, তখন তারা অলস হয়ে গেল। তাই তাদেরকে ধমক দেওয়া হচ্ছে যে, কল্যাণকর যেসব কথা বল, তা কর না কেন? যে কথা মুখে বল, তা কাজে কর না কেন? যা জবান দিয়ে বল, তা রক্ষা কর না কেন?

শানে নুযূল :

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেন : আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবী বসে আলোচনা করছিলাম। আমরা বললাম : যদি আমরা জানতাম আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোন্টি তাহলে তা আমল করতাম। তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এ সূরাটি পাঠ করে শোনালেন। (তিরমিযী হা. ৩৩০৯, সনদ সহীহ)।

১-৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

(سَبَّحَ لِلّٰهِ) এ সম্পর্কে পূর্বের সূরাদ্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ)

অর্থাৎ কেন অন্যদেরকে ভাল কথা বল ও ভাল কাজে উৎসাহিত কর আর নিজেরা তা কর না। কেন অন্যদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ কর, নিরুৎসাহিত কর আর নিজেরা তাতে জড়িত হও। এরূপ আচরণ আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই নিন্দনীয়। আর এরূপ ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্রোধের পাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ)

"তোমরা কি লোকদেরকে সৎকার্যে আদেশ করছ এবং নিজেদেরকে ভুলে যাচ্ছ; অথচ তোমরা কিতাব (তাওরাত) পাঠ কর। তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছ না?" (সূরা বাকারাহ ২ : ৪৪)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : মিরাজের রাতে আমাকে এমন এক জাতির পাশে নিয়ে আসা হল যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। যখনই কাটা শেষ হয় আবার ঠোট পূর্ণ হয়ে যায়। আমি বললাম তারা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন : তারা হলেন আপনার উম্মতের বক্তাগণ যারা বলত কিন্তু তা করত না, তারা কিতাব পড়তো কিন্তু আমল করতো না। (সিলসিলা সহীহাহ ২৯১, আহমাদ হা. ১১৮০১)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : কিছু মু'মিন জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলেছিল আমাদের আশা, আল্লাহ তা'আলা যদি প্রিয় আমলের কথা জানাতেন তাহলে আমরা তা আমল করতাম। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে প্রিয় আমল হল সন্দেহাতীত ঈমান

আনা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করা। যখন জিহাদের বিধান আসলো তখন অনেক মু'মিন তা অপছন্দ করল এবং তাদের ওপর তা কঠিন হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তখন এ কথা বললেন। (ইবনু কাসীর)।

মোট কথা, কথার বিপরীত কাজ বা কাজের বিপরীত কথা কোনটিই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়, যদিও তা খেলাচ্ছলে হয়। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন রবীআহ (রাঃ) বলেন : আমি শিশু থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমি খেলা করার জন্য (বাড়ি থেকে) বের হতে লাগলাম। আমার মা আমাকে বলল : হে আব্দুল্লাহ শোন, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি তাকে কী দেওয়ার জন্য ডাকছো? তিনি বললেন : খেজুর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি যদি এরূপ না করতে অর্থাৎ খেজুর না দিতে তাহলে তোমার নামে একটি মিথ্যা লেখা হতো। (আবূ দাঊদ হা. ৪৯৯১, সহীহ)

তারপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন : যারা তাঁর রাস্তায় সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত হয়ে সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে তাদেরকে তিনি ভালবাসেন। তাই কাতারবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা যেমন ফযীলতে পূর্ণ তেমনি যুদ্ধের ময়দানে কাতার থেকে পলায়ন করা বড় ধরণের গুনাহ।

সুতরাং সাবধান! সাধারণ জনগণকে ভাল কথা বলব আর নিজেরা তা করব না-এটা উচিত নয়। এতে দুনিয়াতে যেমন অপমান তেমনি আখিরাতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি মানুষ কে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও [১] ! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করো। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে তা না করার জন্য তিরস্কার

আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা ভালো কাজের আদেশ করেন তাদের উচিত প্রথমেই নিজেরা তা বাস্তবায়ন করে উদাহরণ সৃষ্টি করা। (তাফসীর তাবারী ২/৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর ভাবার্থ হলো 'অথচ তোমরা

নিজেরা তা কার্যকর করতে ভুলে যাও।' কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, যারা অন্যকে ভালো কাজের আদেশ করে থাকে, অথচ নিজেরা তা পালন করে না। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, এটা জানা সত্বেও যে কিতাবীরা এ কাজ করছে এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা অপরকে যেমন আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার কথা শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের নিজেদেরও তার ওপর 'আমল করা উচিত। অপরকে সালাত-সিয়ামের নির্দেশ দেয়া, অথচ নিজে পালন না করা বড়ই লজ্জার কথা। জনগণকে বলার পূর্বে মানুষের উচিত নিজে 'আমলকারী হওয়া। অর্থ এও হচ্ছে যে, তারা অন্যদেরকে তো তাদের কিতাবকে অস্বীকার করতে নিষেধ করছে অথচ মহান আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অস্বীকার করে নিজেরাই তাদের কিতাবকে অস্বীকার করছে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছে, অথচ ইহলৌকিক ভয়ের কারণে তারা নিজেরাই ইসলাম কবূল করছে না।

একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য

এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ভালো কাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং তারা নিজেরা পালন না করার জন্য তিরস্কৃত হয়েছে। ভালো কথা বলা তো ভালোই, বরং এটা তো ওয়াজিব, কিন্তু সাথে সাথে মানুষের নিজেরও তার প্রতি 'আমল করা উচিত। যেমন শু'আইব (আঃ) বলেছেনঃ

﴿وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ١ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ١ؕ وَ مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ١ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ﴾

আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু মহান আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ৮৮) সুতরাং ভালো কাজ করতে বলা ওয়াজিব এবং নিজে করাও ওয়াজিব। একটি না করলে অন্যটিও ব্যর্থ হয়ে যাবে তা নয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 'আলিমদের অভিমত এটাই। যদিও কতকগুলো লোকের অভিমত এই যে, যারা নিজেরা খারাপ কাজ করে তারা যেন অপরকে ভালো কাজের কথা না বলে। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়।

'আমলহীন উপদেশদাতার শাস্তি

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মি'রাজের রাতে আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোকের ওষ্ঠ আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এরা কারা? তখন আমাকে বলা হলো যে, এরা আপনার উম্মাতের বক্তা, উপদেশ দাতা ও 'আলিম। এরা মানুষকে ভালো কথা শিক্ষা দিতো কিন্তু নিজে 'আমল করতো না, জ্ঞান থাকা সত্বেও বুঝতো না।' অন্য হাদীসে আছে যে,

তাদের জিহ্বা ও ওষ্ঠ উভয়ই কাটা হচ্ছিলো। হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইবনু হিব্বান (রহঃ), আদী ইবনু আবী হাতিম (রহঃ), ইবনু মিরদুওয়াই (রহঃ) প্রমুখ মনীষীদের লিখিত কিতাবের মধ্যে এটা বিদ্যমান আছে।

আবূ ওয়ায়িল (রহঃ) বলেন যে, একবার উসামা (রাঃ)-কে বলা হয়ঃ 'আপনি 'উসমান (রাঃ)-কে কেন কিছু বললেন না?' তিনি উত্তরে বললেনঃ 'আপনাদেরকে শুনিয়ে বললেই কি শুধু বলা হবে? আমি তো গোপনে তাঁকে সব সময়েই বলে আসছি। কিন্তু আমি কোন কথা ছড়াতে চাই না। মহান আল্লাহর শফথ! আমি কোন লোককে সর্বোত্তম বলবো না, যদিও সে আমার খুব নিকটেরও হয়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ

কিয়ামতের দিন একটি লোককে আনা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং সে তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অন্যান্য জাহান্নামবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ 'জনাব আপনি তো আমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন, আপনার এ অবস্থা কেন?' সে বলবেঃ 'আফসোস! আমি তোমাদেরকে বলতাম, কিন্তু নিজে 'আমল করতামনা। আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতামনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৮১, সহীহ মুসলিম ৪/২২৯১, মুসনাদ আহমাদ ৫/২০৫)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এক স্থানে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ তোমরা জনগণকে ভালো কাজের আদেশ করছো, আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর রয়েছো। ইবরাহীম নাখ'ঈ (রহঃ) বলেনঃ তিনটি সূরার আয়াতের কারণে আমি লোকদেরকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি। তা হলো আলোচ্য এ আয়াতটি এবং নিম্নের দু'টি আয়াতসমূহ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ۝۲ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (৬১ নং সূরাহ্ সাফ, আয়াত নং ২-৩। তাফসীর কুরতুবী ১/৩৬৭) মহান আল্লাহর নিকট এটা খুব অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা যা বলবে তা নিজেরা করবে না।' অন্য আয়াতে শু'আইব (আঃ)-এর কথা, যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ١ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ١ؕ وَ مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ١ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ﴾

আর আমি এটা চাইনা যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু

মহান আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ৮৮)

আচ্ছা বলতো ! তুমি কি এই তিনটি আয়াত হতে নির্ভয় হয়ে রয়েছো? সে বলেঃ 'না।' তিনি বলেনঃ 'তুমি স্বীয় নাফ্স হতেই আরম্ভ করো।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের একটি ঘৃণিত আচরণের কথা তিরস্কারের সাথে বলেন: তোমরা নিজেরা মানুষদেরকে সৎ (ঈমান ও কল্যাণকর) কাজ করার নির্দেশ দাও অথচ নিজেদের ক্ষেত্রে তা ছেড়ে দাও, তোমরা কি তা বুঝ না? এখানে মানুষের বোধশক্তিকে 'আকল'বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার আকল বা বিবেক প্রথমেই তাকে ভাল কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত করে।

অতএব যে ব্যক্তি অপরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় কিন্তু নিজে করে না অথবা অপরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে কিন্তু সে বিরত থাকে না সে ব্যক্তি বিবেকবান নয়।

আয়াতটি যদিও বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে কিন্তু তার বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য। (তাফসীরের সা'দী, পৃ. ২৯)

যারা মানুষদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় কিন্তু নিজেরা জেনেশুনে তার বিপরীত করে তাদের ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীসে তিরস্কার ও শাস্তির কথা এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।" (সূরা সফ ৬১:২)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: মি'রাজের রাতে আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? বল হল, এরা আপনার উম্মাতের বক্তা যারা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করত এবং নিজেরা করত না। তারা কিতাব পাঠ করত, কিন্তু তারা বুঝত না। (মুসনাদ আহমাদ হা: ১২৮৭৯ হাসান)

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন একটি লোককে আনা হবে। যার নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অন্যান্য জাহান্নামীরা তাকে বলবে, জনাব আপনিতো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন, আপনার এ অবস্থা কেন? সে বলবে, আফসোস! আমি তোমাদেরকে ভাল কথা বলতাম কিন্তু নিজে আমল করতাম না। আমি তোমাদেরকে খারাপ হতে বিরত রাখতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতাম না। (সহীহ বুখারী হা: ৩২৬৭, সহীহ মুসলিম হা: ২২৯০, ২২৯১)

قَالَ يٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلٰى مَآ أَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلٰحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর নিকট হতে একটি উত্তম সম্পদ (নবুঅত) দান করে থাকেন[১] (তবুও কি আমি নিজ কর্তব্য থেকে বিরত থাকব)? আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি, যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি;[২] আমি তো আমার সাধ্যমত সংশোধন করারই ইচ্ছা পোষণ করি।[৩] আর আমার কৃতকার্যতা তো শুধু আল্লাহরই সাহায্যে;[৪] আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

[১] রিযক শব্দটি এখানে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সত্যসঠিক জ্ঞান, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এ শব্দটি থেকে সাধারণত যে অর্থ বুঝা যায় সেটি অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য যে জীবন সামগ্রী দান করে থাকেন। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে এর অর্থ হচ্ছে নবুওয়াত ও রিসালত। [ইবন কাসীর] আর দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, হালাল রিযক। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ শু'আইব আলাইহিস সালাম বলছেন যে, আমার আল্লাহ যদি আমাকে হালাল রিযিক দিয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের নিন্দাবাদের কারণে এ অনুগ্রহ কি করে বিগ্রহে পরিণত হবে? আল্লাহ যখন আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন তখন তোমাদের ভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়াকে আমি সত্য ও হালাল গণ্য করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই কেমন করে?

[২] অর্থাৎ একথা থেকেই তোমরা আমার সত্যতা আন্দাজ করে নিতে পারো যে, অন্যদের আমি যা কিছু বলি আমি নিজেও তা করি। এমন নয় যে, তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করছি আমি নিজে তার বিরোধিতা করে তা গোপনে করে যাচ্ছি। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যদি আমি তোমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহর পূজা বেদীতে যেতে নিষেধ করতাম এবং নিজে কোন বেদীর সেবক হয়ে বসতাম তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা আমার কথার বাইরে চলার মত দলীল-প্রমাণাদি পেয়ে যেতে। যদি আমি তোমাদের হারাম জিনিস খেতে নিষেধ করতাম এবং নিজের কারবারে বেঈমানী করতে থাকতাম তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারতে যে, আমি নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈমান্দারীর দাবী করছি। কিন্তু তোমরা দেখছো, যেসব অসৎকাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি। আমি নিজেও সেগুলো থেকে দূরে থাকছি। যেসব

কলংক থেকে আমি তোমাদের মুক্ত দেখতে চাচ্ছি আমার নিজের জীবনও তা থেকে মুক্ত। তোমাদের আমি যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছি আমার নিজের জন্যও আমি সেই পথটিই পছন্দ করেছি। এসব জিনিস একথা প্রমাণ করে যে, আমি যে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ।